দৈনিক বাংলা

020

তারিখ 7/2/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

ময়মনসিংহ: ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা

ময়মনসিংহ জেলার সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আনন্দমোহন কলেজ। এটা যে কেবলমাত্র প্রাচীন কলেজগুলোর অন্যতম তাই নয়, দেশের অন্যতম বৃহত্তম কলেজ। এ কলেজটির বিভিন্ন বিভাগে অনার্স কোর্স খোলা হয়েছে ১৯৬৪ সন থেকে। তখন কেবলমাত্র বাংলা ও ইতিহাসে অনার্স কোর্স খোলা হয়। পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিষয়েও অনার্স কোর্স এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাস খোলা হয়। দেশের উচ্চ শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে আনন্দমোহন কলেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

আনন্দমোহন কলেজে এখন কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় ভর্তি হয়। দেশের অন্যান্য জেলা থেকেও এ কলেজের সুনামের জন্য বিদ্যার্থীরা এখানে এসে ভর্তি হয়। বিশেষ করে আনন্দ মোহন কলেজের গ্রন্থাগারের নামডাক রয়েছে প্রাচীনত্ব ও পুস্তক সংখ্যার আধিক্যের জন্য।

কিন্তু এ কলেজে দূরদূরান্ত থেকে এসে ভর্তি হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ করে ছাত্রীরা বিপদে পড়ে। কেননা এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটিতে মহিলাদের জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। অথচ কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এবং প্রতিবছরই ছাত্রীদের ভর্তিও করা হয়।

ময়মনসিংহ জেলার সরকারী কলেজগুলো হচ্ছে আনন্দমোহন কলেজ, মুমিনুন্নেসা মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ গুরুদয়াল কলেজ, নেত্রকোনা কলেজ ও মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি কলেজ। এসব সরকারী কলেজের মধ্যে একমাত্র মহিলা কলেজটিতে ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। তাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। অন্য পাঁচটি কলেজে সহশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থা রাখা হয়নি। মুক্তাগাছা শহীদ স্মৃতি কলেজে ত ছাত্র-শিক্ষক কারো জন্যই কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। মুমিনুন্নেসা কলেজে সরকারীকরণ করার আগে ছাত্রীদের কিছু আবা-

পরেশ চন্দ্র সাহা

সিক ব্যবস্থা ছিল। জেলার অন্যান্য বেসরকারী কলেজে যেখানে ছাত্রদেরই আবাসিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে; সেখানে ছাত্রীদের আবাসিক ব্যবস্থার কথা চিন্তাই ত করা যায় না। এমন এক অব্যবস্থার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হয়।

স্বাধীনতার পর দেশের অন্যান্য স্থানের মত ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাসের পর বাড়ির ভাত খেয়ে অনেক মেয়ে এর ফলে এইচএসসি পড়ার সুযোগ পায়। অনেকে এইচএসসি পাস করে এখন চাকরিবাকরি করে সংসারে বেশ সাহায্যও করছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আবাসিক সংকটের জন্য অধিক বিদ্যালাভ তাদের আর হয়ে উঠছে না। অথচ প্রতিবছর ব্যাপক সংখ্যক মেয়ে এইচএসসি পাস করছে।

প্রতি বছরই এ পাস করা ছাত্রীদের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় আনন্দমোহন কলেজে প্রথম বর্ষ অনার্স ক্লাসে ভর্তি হয়। প্রথমে এরা আত্মীয়-স্বজনের কিংবা ময়মনসিংহ শহরস্থ কোন পরিচিত লোকের বাসায় থাকবে বা থাকতে পারবে এ আশা-ভরসায় ভর্তি হয়। কিন্তু বাস্তবে খুব কম সংখ্যক ছাত্রীই এ দুর্লভ সুযোগ লাভ করে। ময়মনসিংহ জেলার দূরবর্তী গ্রাম থেকে অনেক আশা-ভরসা নিয়ে আসা অধিকাংশ ছাত্রীই পরিচিতজনদের বাসায় থাকার সুযোগ পায় না। কেননা কেউই তার সংসারে বাড়তি ঝামেলা বাড়াতে চায় না। একজন ছেলেকে বাসায় রাখা যত সহজ ও নির্ঝঞ্ঝাট, একজন মেয়েকে বাসায় রাখা তত সহজ নয়। এমন অবস্থায় আত্মীয়ের বাসায় থাকার আশায় যখন ছাই পড়ে, তখন উচ্চ শিক্ষা লাভ শিকেয় তুলে বাড়িতে চলে যেতে হয়।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে অনার্স ও পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি করানোর সময় কলেজ কর্তৃপক্ষ মেয়েদের আবাসিক সংকট-সমস্যার কথা ভেবেও দেখেন না। অথচ মেয়েদের কেন, ছেলেরও আবাসিক দুশ্চিন্তা মুক্ত না থাকলে পড়াশোনা করতে পারে না—পারা সম্ভবও নয়। এসব উচ্চতর ক্লাসসমূহে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সময়ই তাদের আবাসিক ব্যবস্থা করার দায়িত্বের

(৭-এর কঃ-এ দ্রঃ)

তারিখ 7/2/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 6

(৬-এর কঃ-এর পর)

প্রশ্নটাও কর্তৃপক্ষেরই ভেবে দেখার কথা। আবাসিক সমস্যার সমাধান হয় না বলে অনেককে ইচ্ছা, সামর্থ্য সর্বোপরি মেধা থাকা সত্ত্বে উচ্চশিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। তাই যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রয়েছে সেগুলোতে ছাত্রাবাসের মত ছাত্রীদের হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই আবাসিক সমস্যার মোকাবেলা করছে ছাত্রীরা দূরদূরান্ত থেকে ট্রেনে-বাসে এসে ক্লাস করে। জামালপুর-ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ-ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ লাইনে ট্রেনে এবং মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল, নান্দাইল, হালুয়াঘাটের বাসে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রী কলেজে যাতায়াত করে। এ যাতায়াত যে মেয়েদের জন্য কত ঝুঁকিপূর্ণ, নিরাপত্তাহীন আর দুর্ভাবনার তা কেবলমাত্র যে ঘরের মেয়েরা এভাবে স্কুল-কলেজে যাতায়াত করে সে ঘরের অভিভাবকরাই বোঝেন। এই বাস-ট্রেনের ব্যবস্থাও যাদের নাগালের বাইরে তাদের কি অবস্থা। ময়মনসিংহ জেলায় এমন থানাও রয়েছে যেখানে মানুষ আজও একটা রিকশার মুখ দেখেনি। যদি হঠাৎ কোন রিকশা ও মোটর গাড়ি কোনরমে সেসব থানায় গিয়ে হাজির হয়, তবে সেসব থানার মানুষের কাছে তা দর্শনীয় বস্তু বলে মনে হয়।

যোগাযোগ ও আবাসিক সংকট-সমস্যার মধ্যে এ জেলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা প্রসারের স্বার্থে জেলার সরকারী কলেজসমূহে মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থা করার বিষয়টি জরুরীভাবে বিবেচনা করার দাবী রাখে—বিশেষ করে আনন্দমোহন কলেজে মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণ এই মুহূর্তেই প্রয়োজন।

ময়মনসিংহ জেলার মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের পথে বড় অন্তরায় মেয়েদের আবাসিক সমস্যাটি সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসলে এ জেলাবাসীই নয়, দেশের অন্যান্য জেলা থেকে আগত ছাত্রী ও অভিভাবকরা উপকৃত হবে। এ সমস্যা সমাধানে সরকারী পদক্ষেপের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান যেতে পারে। ময়মনসিংহ জেলার তথা সারাদেশের প্রাচীন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহও দানশীল ব্যক্তিদের দানেই প্রতিষ্ঠিত। এখনও বহু দানশীল ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করা গেলে এ সমস্যাটি সমাধান খুব কঠিন হবে বলে মনে হয় না।